দেশে যে চাউল আছে তাতে আমদানী করার প্রয়োজন নেই – খাদ্যমন্ত্রী

দেশে যে চাউল আছে তাতে আমদানী করার প্রয়োজন নেই। যেন চাউলের বাজার নিয়ে ম্যাসাকার না হয়ে যায় সেজন্য বেসরকারি ভাবে চাউল আমদানীতে ট্যাক্স ফ্রি করা হচ্ছে বলে জানিয়েছেন খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার।

আজ বৃহস্পতিবার (১ফেব্রুয়ারি) সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালকল মালিকদের সাথে মতিবিনিময় শেষে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে তিনি এ কথা বলেন।

চাউলের বাজারের অস্থিরতা নিয়ে মন্ত্রী ব্যবসায়ীদের লোভ লালসা সুযোগকে দায়ী করে বলেন আমরা মোবাইল কোর্ট করে কাউকে অপমানিত করতে চাই না। যদি কেউ বাধ্য করে তাহলে তো করতেই হয়।

বিকেলে জেলা প্রশাসক এস. এম রফিকুল ইসলামের সভাপতিত্বে জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে চালকল মালিকদের সাথে মতিবিনিময় সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্যমন্ত্রী স্বাধন চন্দ্র মজুমদার।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি ও ঝিনাইদহ-১ আসনের সংসদ সদস্য বীর মুক্তিযোদ্ধা আব্দুল হাই, জেলা পুলিশ সুপার আজিম-উল-আহসান, সদর উপজেলা নির্বাহী অফিসার রাজিয়া আক্তার চৌধুরীসহ জেলা উপজেলা প্রশাসনের কর্মকর্তা, জেলা চালকল মালিক ও সাংবাদিকবৃন্দ।

অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে

কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে–খাদ্যমন্ত্রী

খাদ্যমন্ত্রী সাধন চন্দ্র মজুমদার বলেছেন, অবৈধ মজুতদারদের বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। শুধু শুধু জরিমানা করেই ছাড় দেওয়া হবে না। তাদের গোডাউন সীলগালা করা হবে এমনকি না শোধরালে তাদের জেলেও যেতে হবে।

আজ বুধবার দুপুরে দেশের বৃহত্তম চালের মোকাম কুষ্টিয়ার খাজানগরে অভিযানে নেমে তিনি সাংবাদিকদের এসব কথা বলেন।

তিনি বলেন, চালের দাম সহনীয় পর্যায়ে আনতে হলে ব্যবসায়ীদের অধিক লাভের মনোভাব পরিবর্তন করতে হবে। চালের দাম বৃদ্ধির পেছনে মিলার, পাইকারী ব্যবসায়ী, খুচরা ব্যবসায়ী ও কর্পোরেট ব্যবসায়ী সবার দায় আছে বলেও জানান তিনি।

এসময় অবৈধ মজুতসহ কেউ কোনো অনিয়ম-দুর্নীতি করছে কি না তা খতিয়ে দেখেন মন্ত্রী ও তার টিমের সদস্যরা।

এ সময় অবৈধভাবে আটা মজুত করায় মেসার্স সুবর্ণা অটো ফ্লাওয়ার মিলের গোডাউন সিলগালা করা হয়। এ ছাড়া অবৈধ ধান মজুতের চিত্র পেয়ে আরেকটি মিলের ধানের গোডাউন সিলগালা করা হয়েছে।

এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত অভিযান চলমান রয়েছে।